بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক নরওয়ের মসজিদ বাইতুন্ নসর-এ প্রদত্ত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর (৩০ তাবুক, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (সূরা আত্ তাওবা: ১৮)

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নরওয়ে এই নয়নাভিরাম মসজিদের শুভ উদ্বোধনের সুযোগ পাচ্ছে, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র। এই মসজিদ নির্মাণ-কাজে যেখানে এক দীর্ঘ সময় লেগেছে সেখানে কতক প্রতিবন্ধকতার কারণে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্যও আপনাদেরকে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশ্য এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন জাগতিক দৃষ্টিকোন থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের একটা বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র; নতুবা মসজিদ নিমার্ণের সাথে এই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের এমন কোন সম্পর্ক নেই যা না হলে মসজিদ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কাজেই আজ আমার এখানে আসা, জুমুআর নামায পড়ানো, খুতবা প্রদান, আল্লাহ্ চান তো সন্ধায় অতিথিদের সাথে মসজিদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেয়া মূলতঃ সেই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ যা আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে নরওয়ে জামাতের এই মসজিদের আকারে করেছেন। কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তাঁর আশিস ও কল্যাণসমূহ বর্ণনা করার নির্দেশও আল্লাহ্ তা'লাই দিয়েছেন। এক মু'মিন বান্দার হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয় তা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা যেন অধিক আশিস ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারি।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ভাষা হবে, এখানে নামায পড়ে মসজিদ আবাদ করা। আক্ষরিক বা বাহ্যিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি ভাষা হলো, অতিথিদের আগমন বা

তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন বা তাদের উপস্থিতিতে উদ্বোধন, ইত্যাদি। তবে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হবে মসজিদ আবাদ করার মাধ্যমে। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই দায়িত্ব পালন করাকে প্রতিদান বিহীন রাখেন না। আর এতো বেশি প্রতিদান দেন যে, এই জগতে মানুষ তা ধারণাও করতে পারে না। মসজিদকে আবাদ করার জন্য, মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য যারা মসজিদে যায়, এক হাদীসে তাদের বিষয়টি এভাবে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, **'হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতে তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আতিথেয়তার উপকরণ সৃষ্টি করেন'।**

অতএব আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মসজিদে আগমনকারীদের জন্য জান্নাতে আতিথেয়তার ব্যবস্থা হচ্ছে, দৈনিক পাঁচবেলা আতিথেয়তার উপকরণ সৃষ্টি হচ্ছে। আর যে চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট বছর বা এরও অধিককাল জীবিত থাকে আর নামায আদায় করে, চিন্তা করুন! আল্লাহ্ তা'লা সেই অতিথির জন্য কিরূপ প্রস্তুতি রাখবেন, তা একজন মানুষের ধারণারও ঊর্ধ্বে। এই পার্থিব জগতে যদি আমাদের কোন প্রিয় অতিথি আসে, আমরা তার আসার সংবাদ শুনেই আতিথেয়তার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেই। অতিথির প্রতি ভালবাসা ও সম্পর্কের নিরিখে আতিথেয়তার সবার্ত্মক চেষ্টা করি। আমাদের সামর্থ সীমিত কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা— যাঁর সামর্থের কোন সীমা পরিসীমা নেই, যাঁর করুণা অসীম, যাঁর আতিথেয়তা অতুলনীয়; চিন্তা করুন! তিনি তাঁর ইবাদতকারী বান্দার জন্য আতিথেয়তার কতবড় আয়োজন করবেন। এটি মানুষের কল্পনাতীত। কাজেই এমন আতিথ্যের সুযোগ সন্ধানে সর্বদা আমাদেরকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আমি আশা করি, এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলী পালন করবেন, ইনশাআল্লাহ্। এই দায়িত্ব পালন একদিকে যেখানে আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করবে এবং তাঁর প্রিয়ভাজন বানাবে সেখানে আপন-পর সবার অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগী রাখবে। যেন এক মু'মিন পারলৌকিক জান্নাতে আতিথ্যের বাসনায় এই জগতকে জান্নাতে রূপান্তরের চেষ্টা করে বা করে যেতে থাকে। আর যেভাবে আমি বলেছি, বাহ্যিক বা আক্ষরিক অর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশও আবশ্যক। এই বাহ্যিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সেই সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা গঠনে একটা বলিষ্ঠ ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হবে যা এ জগতকেও জান্নাত প্রতিম করে তুলবে।

গত দু'দিনে রেডিও, টিভি ও বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছে। এ সময় তাদের প্রত্যেকেই অন্যান্য প্রশ্নের পাশাপাশি আগ্রহভরে এ কথাও জানতে চায় যে, **'মসজিদের উদ্দেশ্য কি? কি হবে এখানে? আপনার আবেগ ও অনুভূতি কি?'** আমার উত্তর ছিল, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে এই জগতকে জান্নাত সদৃশ বানানো, এক অদ্বিতীয় খোদার ইবাদতের পাশাপাশি ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে জগতকে শান্তি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত করাই এই মসজিদ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য।

অতএব মসজিদ নির্মাণের পর এখানকার আহমদীদের— মসজিদের চারপাশে, এই শহরে, এই দেশে, ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতি প্রসারের দায়িত্ব পূর্বের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে। প্রচার মাধ্যমের সাক্ষাৎকার নেয়া, পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশন ইত্যাদির এই মসজিদ নির্মাণের ইতিবাচক উল্লেখ (যেভাবে আমি বলেছি) আরও অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, আর এমনটিই হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে ত্যাগের প্রতিদান এভাবে দিয়েছেন যে, প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে, আর জামাত ও মসজিদের উল্লেখ মোটের উপর ভালভাবেই হয়েছে।

কাজেই জাগতিক ক্ষেত্রে জামাতের নিষ্ঠাবান সদস্যদের কুরবানীর উল্লেখ পুনরায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রতি তাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করে আর এই কৃতজ্ঞতার ফলশ্রুতিতে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অধিকতর পুরষ্কারাদীতে ভূষিত হয়। এক কথায় এটি কল্যাণের এমন এক পরিধি যা শুধুমাত্র আপন গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং ঢেউসৃষ্ট বৃত্তের ন্যায় ক্রমপ্রসারমান থাকে। আপনি পানিতে পাথর বা কোন জিনিষ নিক্ষেপ করুন, দেখবেন একটা বৃত্ত সৃষ্টি হচ্ছে, প্রথমে ছোট বৃত্ত, পরে বড় বৃত্ত, পরে আরও বড় এবং অধিক বিস্তৃত দেখায়। কিন্তু এই বৃত্তের সৌন্দর্য হলো, শেষ সীমায় পৌঁছেও তা শেষ হয় না বরং মানুষের জীবনে পুণ্যকর্ম অব্যাহত থাকলে এই বৃত্ত ক্রমপ্রসারমান থাকে। আর যখন মানুষের জীবনাবসান ঘটে তখন পরজগতে আল্লাহ্ তা'লা এতে আরও বিস্তৃতি দান করেন। অতএব এই মসজিদ তাদের জন্য অপরিসীম কল্যাণ ও আশিস বয়ে এনেছে যারা একে আবাদ করবে। আর প্রত্যেক সেই মসজিদ যা আমরা নির্মাণ করি তার এটিই উদ্দেশ্য, তার অশেষ কল্যাণ ও আশিস বয়ে আনা উচিত। এখন কল্যাণ ও আশিসকে লুফে নেয়া স্থানীয় লোকদের কাজ। যত যত্নের সাথে একে ঘরে উঠানোর চেষ্টা করবেন তত বেশি কল্যাণবারিতে সিক্ত হবেন, এ জগতে আর পরজগতেও। পবিত্র কুরআনে মসজিদ আবাদকারীদের উল্লেখ একস্থানে এ আয়াতে এসেছে, যা আমি তিলাওয়াত করেছি। এর অনুবাদ হলো, **'আল্লাহ্ তা'লার মসজিদ সে-ই আবাদ করে, যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে ও পরকালে বিশ্বাস রাখে আর যথারীতি নামায পড়ে এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। অতএব অচিরেই এরা হিদায়াত প্রাপ্তদের অর্ন্তভূক্ত বলে গণ্য হবে'** (সূরা আত্ তাওবা: ১৮)।

এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের শর্তটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিকেই অগ্রগণ্য করা হয়েছে। ঈমানের মৌখীক দাবীই যথেষ্ট নয় বরং আল্লাহ্ তা'লা ঈমান এবং মু'মিনদের কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণ কাউকে মু'মিনে পরিণত করে না; যতক্ষণ পর্যন্ত সে মু'মিন-সূলভ আচরণের চেষ্টা না করে। আরবের মরুবাসী বেদুঈনরা এসে বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, **'হে রসূল! তুমি বলে দাও, তোমরা ঈমান এনেছি বলো না, বরং বল, আমরা বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমরা আত্মসমর্পণ করেছি'** (সূরা হুজুরাত:১৫)। ঈমানের লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে, সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আজ আমাদেরকে অমুসলিম আখ্যা দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা মুসলমান নও। অথচ আমরা সেই মানুষ, যারা আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর আনুগত্যে যুগ

ইমামকে মান্য করেছি এবং এই পরিপূর্ণ আনুগত্য আমাদেরকে খাঁটি মুসলমান ও প্রকৃত মু'মিন বানিয়েছে। যদিও অন্যান্য মুসলমান ফিরকাগুলো আমাদেরকে অমুসলিম বলছে; কিন্তু এই আনুগত্যের ফলে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর নির্দেশমতে আমরাই প্রকৃত মু'মিন। আজ আহমদীদেরকে অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত করা হচ্ছে কিন্তু কোনক্রমেই তাঁরা ঈমান থেকে বিচ্যুত হয় না; তাহলে প্রকৃত মু'মিন কে? আমরা— না কি অন্যরা? যারা কালেমা পাঠ করে আমরা তাদেরকে অমুসলমান বলি না। তবে আমরা অবশ্যই বলব, পবিত্র কুরআন কেবল তাকেই প্রকৃত মুসলমান আখ্যা দেয়, যে সকল অর্থে আনুগত্য করে নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করতে থাকে এবং প্রতিটি নুতন দিন তার ঈমানের দৃঢ়তার বাণী নিয়ে উদিত হয়। আমরা এমন চেষ্টাই করে যেতে থাকব, পুণ্যকর্মে অগ্রসর হবার চেষ্টা অব্যাহত রাখব। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত পথে চলার সর্বাত্মক চেষ্টা করব তাহলেই আমরা মু'মিন এবং খাঁটি মুসলমানদের অন্তর্ভূক্ত হতে থাকবো।

কাজেই আমাদের মু'মিন বা প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য কোন মৌলভী, মুফতী বা কোন সরকারী সনদের প্রয়োজন নেই। আমরা কারো সনদের মুখাপেক্ষী নই আর আমাদের দরকারও হবে না। আমাদের ঈমানের উপর সীলমোহর লাগানো হবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশাবলী মেনে চলার চেষ্টার কারণে। আমরা যতটা চেষ্টা করে যাব ততটা সীল লাগতে থাকবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্ম যা তাকে পুরষ্কারের অধিকারী করবে, তা কেবল দু' একটি বা কয়েকটি পুণ্যকর্ম নয় বরং সকল পুণ্যকর্ম সম্পাদনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলেই সে প্রকৃত মু'মিন হতে পারবে'।**

অতএব আমাদের কেবল এতটুকুতেই উল্লসিত হওয়া উচিত হবে না যে, আমরা যুগ ইমাম তথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছি আর এটিই যথেষ্ট। অবশ্যই আমরা অন্য মুসলমানদের তুলনায় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যে এক ধাপ এগিয়ে আছি। কিন্তু এ জীবন হল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং ঈমানের পথে এগিয়ে চলার বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নাম আর এটিই মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ বলেন, ইবাদত কর এবং এ পথে এগিয়ে চল। অতএব একজন মু'মিন কোন একস্থানে স্থবির হয়ে যেতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন- তা থেকে কয়েকটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ বলেছেন, একজন মু'মিনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, অর্থাৎ **সে আল্লাহ্কে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে**। এমন ব্যক্তি, ধর্মের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই সেও এটি জানে, যার প্রতি গভীর ভালবাসা থাকে সে তাঁর জন্য কত কি-ই না করে। কাজেই একজন মুসলমান যখন ঈমানের দাবী করে তখন আল্লাহ্র সাথে তাঁর সবচেয়ে বেশী ভালবাসা থাকা উচিত। তাহলে পৃথিবীর ধন-সম্পদ, চাকচিক্য, পার্থিব ব্যস্ততা, স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন এ সবকিছু আল্লাহ্র ভালবাসার সামনে অতিতুচ্ছ হয়ে যায়। যখন এ অবস্থা হয় এবং হওয়া উচিত আর আল্লাহ্র জন্য এমন

ভালবাসা সৃষ্টি হলে তাঁর ইবাদতও খাঁটি ইবাদত হবে এবং তখন তাঁর ইবাদতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। আর ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে আপনাদের এই মসজিদ বা আগামীতে আরো যত মসজিদ নির্মাণ হবে এবং অন্যান্য নামাযের কেন্দ্রগুলো আবাদ থাকবে, প্রকৃত অর্থে ইবাদতকারী দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। আমাদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসা থাকে তাহলে আমাদের সন্তানরাও এর প্রভাবে প্রভাবিত হবে। অনেকে সন্তানদের জন্য দোয়ার আবেদন করেন, কথা হলো— আমাদের সে রকম আদর্শবান হতে হবে তাহলেই সন্তানদের মাঝে এর প্রভাব পড়বে। বংশ পরম্পরায় এভাবে যদি আল্লাহ্‌র ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে তাহলে মসজিদগুলো আবাদ থাকবে। যেখানে আমরা নিজেদের মাঝে আল্লাহ্‌র ভালবাসা সৃষ্টি করবো সেখানে আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে খোদা প্রেমের স্বাদ আস্বাদন করানো আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। এটি যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের এই বিরোধীরা এবং তাদের বিরোধিতা এমনিতেই অপমৃত্যুর শিকার হবে। কেননা বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলে আল্লাহ্ সেই বান্দার প্রতি অধিক ভালবাসা প্রকাশ করেন এবং তিনি তাঁর বান্দার অভিভাবক ও বন্ধু হয়ে যান। খোদা তা'লা যখন কারো অভিভাবক হন তখন এ সব সাময়িক বিরোধিতা তাঁর কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

কয়েকজন বখাটে অথবা নাটের গুরুদের উস্কানীতে কতক অল্পবয়স্ক যুবক পাথর ছুড়ে মসজিদের কাঁচ ভাঙ্গে অথবা ময়লা-আবর্জনা ফেলে যায়; একদিন এরা হয়ত নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে এমন কাজ পরিহার করবে অথবা আল্লাহ্‌র সাথে আপনাদের সম্পর্ক দেখে তাদের মধ্যে যারা সৎপ্রবৃত্তির তারা আপনাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ্।

কাজেই যেভাবে আমি বলেছি, এ মসজিদ নির্মাণই শেষকথা নয় বরং এরপর নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং আত্মবিশ্লেষণের ধারা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। স্বীয় খোদার সাথে ভালবাসার মান যাচাইয়ের প্রয়োজন আছে। খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক এজন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন যেন জগদ্বাসী জানতে পারে, খোদা তা'লার ভালবাসা অর্জনের লক্ষ্যে যারা ত্যাগ স্বীকার করে তারা কখনও ব্যর্থ হয় না। অতএব পাথর নিক্ষেপ করা বা আবর্জনা ফেলার ছোটখাট ঘটনা অথবা নারাবাজী খোদাপ্রেমীদের অগ্রগতি ঠেকাতে পারেনি এবং পারবেও না। কাজেই মসজিদ আবাদকারীদের প্রথম নিদর্শন হল, তারা খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং ঈমান ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ হয়।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মু'মিনের আরেকটি লক্ষণ হল, যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দিকে আহ্বান করা হয় তারা বলে,سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا অর্থাৎ **শুনলাম ও মানলাম**। যারা سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا বলে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ এরাই সফলকাম। অতএব আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে প্রদত্ত আদেশ শুনতেই মান্য করার প্রতিফল হল উন্নতি। এই শোনা ও মান্য করা সেসব বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যা করার বা না করার উল্লেখ রয়েছে পবিত্র কুরআনে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুরআন বলে, আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ কর। আমানত হলো, আপনাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব। মানুষের ওপর দায়িত্বভার অর্পিত হলে তা পালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা

উচিত। আমানতও ঠিক তেমনই দায়িত্বভার যা আপনাদের স্কন্ধে অর্পন করা হয়েছে আর তা পালনের নির্দেশ রয়েছে। যদি কর্মকর্তা হয়ে থাকেন— তাহলে জামাতকে সময় দেয়া এবং ন্যায়পরায়ণতার সাথে কর্তব্য পালন এবং জামাতের সদস্যদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়া উচিত। একজন পদাধিকারী (ওহ্‌দাদার)— কোন জাগতিক কর্মকর্তা নন যে তিনি নিজ ক্ষমতাবলে কাজ আদায় করবেন। বরং তিনি একজন খাদেম, হাদীসেও এসেছে, **'জাতির নেতা মূলত জাতির সেবক'**। অতএব এ সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। তাহলে যে কাজ বা আমানত আপনার স্বন্ধে অর্পণ করা হয়েছে আপনি তা বহনে সমর্থ হবেন। অনেকে আমার কাছে যখন এসে বলে, আমি এই এই পদে অধিষ্ঠিত তখন সাধারণত আমি তাদেরকে এ কথাই বলি, বলুন আমার প্রতি এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। অন্যরা কর্মকর্তা বা ওহ্‌দাদার বলতে পারে কিন্তু মানুষের নিজের উচিত নিজেকে সেবক মনে করা। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ, তিনি আপনাকে সেবা দানের সুযোগ দিয়েছেন। কেননা পদ বললে চিন্তাধারার বিকৃতি ঘটে। এক প্রকার দম্ভ চলে আসে। অফিসার অফিসার ভাব মাথায় জাগে। অথচ জামাতের একজন পদাধিকারী বা কর্মকতা কেবল জামাতের একজন সেবক বৈ কিছু নয়। যখন কর্মকর্তা নিজ দায়িত্ব পালন করবেন তখনই খিলাফতের অর্থাৎ যুগ খলীফার প্রকৃত সাহায্যকারী হতে পারবেন। (অপর পক্ষে) কর্মকর্তাদের সম্মান করা জামাতের সদস্যদের জন্য আবশ্যকীয় আর এটি শুধুমাত্র খিলাফতের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা করে থাকেন। জামাতের সদস্যদের এবং কোন কর্মকর্তার আদেশকে অমান্য করে তারা যুগ খলীফাকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না। অতএব সকল স্তরের কর্মকর্তাকে যথাযথভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করা উচিত। প্রত্যেক কর্মকর্তার চালচলন আর ইবাদতের মান অন্যদের থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত, একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা উচিত।

লাজনার ওহ্‌দাদার বা কর্মকর্তারা রয়েছেন। তাদের জন্য কুরআনের নির্দেশাবলীর একটি হল, পর্দার বিষয়ে সচেতন হওয়া। অন্যথায় তারা ন্যস্ত আমানত সংরক্ষণ করছেন না বলে গণ্য হবেন। অন্যান্য আদেশ তো আছেই, তবে পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের জন্য একটি বর্ধিত নির্দেশ হল পর্দা। নরওয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন সময় আমার কাছে পর্দার ব্যাপারে অভিযোগ আসে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) একবার কঠোরভাবে সতর্ক করেছিলেন। অনুরূপভাবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-ও বুঝাতেন। কিন্তু আপনারা যারা কর্মকর্তা; আপনাদের পর্দার মান যদি এখনও ঠিক না থাকে, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হয় আর কোনরূপ আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও এই অজুহাতে পরস্পরের ঘরে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করা এবং আড্ডা দেয়া যে অমুক আমার কথিত ভাই, চাচা বা মামা তাই পর্দার কোন প্রয়োজন নেই। এ ধরনের কৃত্রিম সম্পর্ক গড়তে কুরআন বারণ করেছে এবং একজন মু'মিনকে তাকীদপূর্ণ নির্দেশ দেয় যে, তোমাদের জন্য পর্দা এবং হিজাব আবশ্যক। লজ্জা তোমাদের ভূষণ। কাজেই প্রত্যেক স্তরের লাজনা কর্মকর্তা তা সে হালকারই হোক বা শহরের বা কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা হোক, যদি কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে পর্দা করেন এবং নিজেদের চালচলন ইসলামী শিক্ষাসম্মত করেন তাহলে একটি বড় অংশ— অন্যদের জন্য, নিজেদের সন্তান-সন্ততির জন্য এবং নিজেদের সমাজের জন্য

উত্তম আদর্শে পরিণত হবেন। একজন লাজনা কর্মকর্তার দায়িত্ব তখনই পালিত হবে যখন সে অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি পর্দার দায়িত্বও পালন করবে। অনেকের পর্দার অবস্থা মোলাকাতের সময় আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের নেকাব দেখে বুঝা যায় দীর্ঘদিন পর তা বের করা হয়েছে এবং তা পরতেও তাদের অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই একজন কর্মকর্তা এবং একজন সাধারণ আহমদী মহিলা উভয়ের জন্য স্ব-স্ব আমানতের সংরক্ষণ আবশ্যক। নিজেদেরকে আধুনিক মনে করে এমন কতক মানুষ আজকাল বলেন, এখন আর পর্দার কোন প্রয়োজন নেই, এটি সেকেলে ব্যাপার। কিন্তু আমি স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, পবিত্র কুরআনের কোন নির্দেশই সেকেলে নয়। এটি বিশেষ কোন যুগ বা বিশেষ কোন লোকদের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না। আহমদী নারী-পুরুষরা খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসার সাথে সংশ্লিষ্টতার কথা ব্যক্ত করেন। যেখানে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে খিলাফতের ধারা বহমান থাকার উল্লেখ করেছেন সেখানে একে সৎকর্মশীলতা এবং ইবাদতের সাথে শর্তসাপেক্ষ করেছে। সূরা নূরে যেখানে এই আয়াত আছে তার দুই আয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এই দাবী করো না যে, আমি হেন করবো তেন করবো বরং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর। এমন আনুগত্য কর যা সর্বজনবিদিত। পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের অধীনে যা তোমাকে বলা হয় এমন সকল বিষয়ের আনুগত্য কর। পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর উপদেশাবলী যখনই উপস্থাপন করা হয় সাথে সাথে তা পালন কর। এ ব্যাপারে আমি অনেকবার স্পষ্ট করে বলেছি।

তাই পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের উচিত নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা, ঈমানের ক্ষেত্রেও উন্নতি করার চেষ্টা করা—এছাড়া মহিলাদেরকে যে বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাও মেনে চলা উচিত। এখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করতে চাই, পর্দা করা বা নিজেদেরকে ঢেকে রাখার নির্দেশ যদিও মহিলাদের দেয়া হয়েছে কিন্তু দৃষ্টি সংযত রাখা এবং অবাধ মেলামেশা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বরং নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখার আদেশ প্রথমে পুরুষদের দেয়া হয়েছে তারপর নারীদের; পুরুষরা যেন বলগাহীনভাবে যত্রতত্র তাকিয়ে না বেড়ায় ।

এরপর ভোটাধিকারের সঠিক প্রয়োগও আমানতের অন্তর্গত; এটি যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আতের অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এটিও অনুধাবন করা আবশ্যক। মহান আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন, যার উপর যে আমানতের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে সে সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা ভালো কাজে অহংকার পরিহার ও বিনয়ী হওয়ার প্রতিও মনোযোগ আকৃষ্ট করেছেন। আমাদের সমাজে বেশিরভাগ সমস্যা এবং ঝগড়া-বিবাদ অহংকার ও বড়াইয়ের জন্যই সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদি মানুষ তার নিজের বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিত তাহলে সবসময় তার বিনয়ী ভাব প্রকাশ পেত আর মানুষ নিজেই এটি সবচেয়ে ভালভাবে যাচাই করতে পারে। অন্য কেউ বললে অনেক সময় রাগ ধরে আর মানুষ ক্ষেপেও যায়। কিন্তু মানুষ যদি আত্মপর্যালোচনা করার অভ্যাস গড়ে তোলে তাহলে এটিই সবচেয়ে ভালো রীতি হবে। আর এই পর্যালোচনা করতে হবে সততার সাথে, কুরআনের আদেশ-নিষেধকে

সামনে রেখে। যদি খোদাভীতি থাকে আর প্রকৃতপক্ষেই প্রত্যেক আহমদীর মাঝে খোদাভীতি রয়েছে– শুধুমাত্র বিবেককে জাগ্রত করলেই এই পর্যালোচনা সহজে করা সম্ভব। তাই পবিত্র কুরআন পড়ার সময় আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করার অভ্যাস গড়ে তুলুন।

এই স্বল্প সময় আমার পক্ষে সকল আদেশ-নির্দেশের খুঁটিনাটি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। যেভাবে আমি বলেছি, প্রত্যেকের উচিত আত্মবিশ্লেষণ করা আর এটি কেবল তখনই সম্ভব যখন প্রত্যেক বাড়ীতে নিয়মিত কুরআন পাঠ করা হবে, তা বুঝার চেষ্টা করা হবে আর এর শিক্ষা বাস্তবায়নের চেষ্টা থাকবে। শিশু সন্তানদের তদারকি করতে হবে– তারা নিয়মিত নামাযের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে কিনা, কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে কিনা। প্রত্যেক আহমদী যে ঈমান আনার অঙ্গীকার করে তার স্মরণ রাখা উচিত, ঈমান আনার অঙ্গীকার তখনই সঠিক বলে প্রমাণিত হবে যখন পরকালের প্রতিও তার বিশ্বাস থাকবে। আর যদি এই বিশ্বাসও থাকে যে মৃত্যুর পরেও একটি জীবন আছে যেখানে এ জগতে কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যেখানে চূড়ান্ত মিমাংসা হবে এবং যেথায় শাস্তি আর পুরস্কারেরও ফয়সালা হবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মসজিদ আবাদকারীদের এই বৈশিষ্ট্যও উল্লেখ করেছেন, পরকালের প্রতিও তাদের বিশ্বাস থাকে আর মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং শাস্তি আর পুরস্কারকেও তারা সত্য জ্ঞান করে। আর যখন সে তা সত্য মনে করে তখন সে মসজিদে ইবাদতের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার অন্যান্য আদেশ-নিষেধ মেনে চলারও চেষ্টা করতে থাকে যেন ঐশী কল্যাণরাজি ও পুরস্কারের উত্তরাধিকারী হতে পারে। মানুষের যদি এ দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে, পরকালে তাকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে মানুষ বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে বিনত হবে। পূর্ণ মনোযোগের সাথে খোদা তা'লার ইবাদত করবে। হাদীসে এসেছে, সর্বোত্তম ইবাদত হচ্ছে নামায। বিশ্বাসীদের জামাত যখন নামাযের জন্য সমবেত হয়, তখন তাদের মাধ্যমে খোদা তা'লার এক ও অদ্বিতীয় হওয়া যেমন ঘোষিত হয়, সেখানে পরস্পরের মঙ্গলকামনা, জামাতের সাথে সংশ্লিষ্টতা এবং ঐক্য ও সংহতির বহিঃপ্রকাশও ঘটে। এছাড়া সেসব সৎকাজের প্রতিও দৃষ্টি যায় যা খোদা তা'লা বা বান্দার অধিকার প্রদানের সাথে সম্পর্ক রাখে।

আল্লাহ্ তা'লার বাণী প্রচারের দায়িত্ব পালন এবং সৃষ্টির অধিকার প্রদানের জন্য যেহেতু সর্বদা উপকরণ প্রয়োজন তাই মসজিদ সমূহ্ আবাদকারীদের বিবরণ দিতে গিয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন, তারা যাকাত দেয়, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে, সম্পদ নিজেদের হাতে গচ্ছিত রাখে না বরং ধর্ম ও সৃষ্টির প্রাপ্য অধিকার প্রদানের লক্ষ্যে তা থেকে ব্যয় করে। এখানে যাকাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনের অন্যত্র নামায প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাধারণত আর্থিক কুরবানীর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে– যাতে ধর্মীয় চাহিদা পূরণ হয়, আবার অভাবী ও বঞ্চিতদের অভাবও মোচন হয়।

কাজেই তারাই মসজিদ সমূহ্ আবাদ করে থাকে যাদের ওঠা-বসা, শয়ন-জাগরণ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। তাদের হৃদয়ে খোদা তা'লার ভয় থাকে। খোদা তা'লার প্রতি এ ভালবাসা ও ভয় তাদেরকে সৎকাজে অধিক উৎসাহী করে। এরাই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এদেরকেই আল্লাহ্ তা'লা হিদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত করেন। আল্লাহ্ তা'লার করুণায় নরওয়ে জামাত বিরাট ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং 'মসজিদে নসর' এর জন্য নরওয়ে জামাত প্রায় 'একশত চার মিলিয়ন' ক্রোনে সংগ্রহ করেছে।প্রাথমিকভাবে কেন্দ্র কিছুটা ব্যয় বহন করেছিল, বাকী অর্থ (নরওয়ে) জামাত বহন করেছে। যেমন আমি প্রারম্ভে উল্লেখ করেছি, এতে দীর্ঘ সময় লেগেছে— কারণ পূর্বে এদিকে মনোযোগ কম ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে আমি যখন এদিকে জামাতের মনোযোগ আকর্ষণ করি, সাথে সাথে তাঁদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। তখন কেউ তাঁর বাড়ী বিক্রি করে ওয়াদা পূর্ণ করল আর আমাকে লিখে জানাল, আমি ওয়াদা পূর্ণ করেছি। কেউ নিজের গাড়ী বিক্রির টাকা মসজিদের খাতে দিয়ে দেয়, আবার কেউ আল্লাহ্ তা'লার ঘর নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত কাজ করেছে যেন যত বেশি সম্ভব এ খাতে চাঁদা দিতে পারে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের নারীরাও আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এমনও অনেকে আছেন যারা তাঁদের কোন কোন ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা সকল কুরবানীকারীর ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভুত কল্যাণ দান করুন। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কিছুটা ক্ষতির সম্মুখীন, তাদের ব্যবসা লাভজনক হোক— এই দোয়াই করি।

আমি আশা করি, এসব কুরবানী এই মনোভাবের সাথে করা হচ্ছে যে, আমরা মসজিদ আবাদ করব। সেভাবে আবাদ করব যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করে, নিজের ভেতর আল্লাহ্ তা'লার ভয় সৃষ্টি করে, মানুষের অধিকার প্রদানের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে, সৎকর্মের সঠিক মান অর্জন করে এবং নিজের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের মধ্যেও মসজিদ ও খোদা তা'লার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। একইভাবে এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর যে নিষ্ঠবান প্রেমিককে প্রেরণ করেছেন তাঁর হাত শক্তিশালী করে, তাঁর মিশনকে এগিয়ে নেয়ার পূর্ণ চেষ্টা করে, এ বাণী যথাযথভাবে পৌছানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করে এবং তবলীগের কাজে মনোযোগী হওয়ার মাধ্যমে।

কাজেই যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এই মসজিদ আমাদের ওপর এক মহান দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। মসজিদ বানিয়ে আমরা বিশাল দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নিয়েছি। কিন্তু এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে খোদা তা'লার কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এমনটি যেন কখনো না হয় আল্লাহ্র কাছে আমার এ দোয়াই থাকবে ।

নরওয়েতে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণ যেখানে আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয় সেখানে চিন্তার বিষয়ও বটে। প্রত্যেক আহমদী এ চেতনাকে সামনে রেখে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যাবলী পালন করবেন— আল্লাহ্র কাছে এ দোয়াই করি। বিশাল অংক ব্যয়ে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, একে সুশোভিত করা হয়েছে, কেউ লক্ষ লক্ষ ক্রোনে

খরচ করে কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছেন। কেউ আবার লক্ষ ক্রোনে খরচ করে আসবাবপত্র বানিয়ে দিয়েছেন গোটা মসজিদ কমপ্লেক্সের জন্য। এসব ব্যক্তিবর্গের এই ত্যাগ যেন একবারকার কুরবানী না হয় বা একবার ত্যাগ স্বীকার করেই তারা যেন আনন্দে আত্মহারা না হন। শুধু সুন্দর-সুন্দর আসবাপত্র ও সাজসজ্জাকেই যথেষ্ট মনে করবেন না বরং এর প্রকৃত সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করুন যা পাঁচ বেলার নামাযের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সামনে মসজিদ নির্মাণের কথা হচ্ছিল তখন তিনি (আ.) বললেন, **'মসজিদের মূল সৌন্দর্য অট্টালিকার মাঝে নয় বরং ঐ সকল নামাযীর সাথে এর সম্পর্ক যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে; নতুবা এ সকল মসজিদ পরিত্যক্ত পড়ে আছে।** (ঐ যুগে পরিত্যক্ত ছিল) **মহানবী (সা.)-এর মসজিদ ছোট ছিল, খেজুর পাতার ছাউনি ছিল এমনকি বৃষ্টির সময় চাল দিয়ে পানি পড়তো। মূলতঃ মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত'।**

তিনি (আ.) বলেন, **'মহানবী (সা.)-এর যুগে দুনিয়ার কীটরা একটি মসজিদ বানিয়েছিল কিন্তু খোদা তা'লার নির্দেশে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঐ মসজিদের নাম ছিল 'মসজিদে যিরার' অর্থাৎ কষ্টদায়ক মসজিদ। এ মসজিদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। মসজিদ সম্পর্কে নির্দেশ হলো, তাক্বওয়ার লক্ষ্যে যেন তা বানানো হয়'।**

কাজেই এই তাক্বওয়া বা খোদাভীতিই আমাদেরকে নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে হবে আর এ প্রত্যাশাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বারংবার ব্যক্ত করেছেন। তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, **'পবিত্র কুরআন খোদাভীতিরই শিক্ষা দেয় আর এটিই এর আসল উদ্দেশ্য।** (অর্থাৎ এটিই কুরআনের মূল উদ্দেশ্য)। **যদি মানুষ তাক্বওয়া অবলম্বন না করে তাহলে তার নামাযও বৃথা বরং তা দোযখের চাবিকাঠিও হতে পারে'।**

তিনি (আ.) বলেন, যদি তাক্বওয়া না থাকে তাহলে নামায অর্থহীন। বরং সেই সকল নামায দোযখের পানে নিয়ে যাওয়ার কারণ হবে। অতঃপর তিনি বলেন, **'সবকিছুর মূল হচ্ছে তাক্বওয়া ও পবিত্রতা। এর মাধ্যমে ঈমানের সূচনা হয় এবং এর দ্বারাই এতে পানি সেঞ্চন হয়'।**

তাক্বওয়ার মাধ্যমেই ঈমান লাভ হয় এবং খোদাভীতির ফলেই ঈমান বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ যেভাবে পানি সেঞ্চনের মাধ্যমে চারাগাছকে শক্তি যোগানো হয় তদ্রুপভাবে তাক্বওয়াও ঈমানকে দৃঢ় করে এবং প্রবৃত্তির অবাধ্য প্রবণতা প্রশমিত হয়। খোদা তা'লা তাক্বওয়ার জন্যই এ জামাতকে সৃষ্টি করেছেন। (এটি মহান দায়িত্ব যা তিনি আমাদের প্রতি অর্পণ করেছেন) কেননা তাক্বওয়ার ময়দান একেবারেই শূন্য। তিনি (আ.) বলেন, **'যে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি অবলম্বন করে সে আমাদের সাথে আছে'।**

কাজেই সর্বদা আমাদেরকে এটি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, বয়'আতের অঙ্গীকার রক্ষা করে আমাদের সেই নামায আদায়ের চেষ্টা করা উচিত যা তাক্বওয়াতে প্রতিষ্ঠিত থেকে আদায় করা হয়। আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে একমাত্র আহমদীরাই সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে। তাই বয়'আতের দাবী করার পরও যদি আমরা তাক্বওয়ার শূন্য ময়দানকে পূর্ণ করার চেষ্টা না করি তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.)-এর জামাত ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে পারব না। যেমন কিনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, তাক্বওয়া সৃষ্টির লক্ষ্যেই খোদা তা'লা এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দান করুন। শির্কের কেন্দ্রস্থল, এ সকল দেশে আমরা যদি তাক্বওয়া অবলম্বন করে নিজেদের দায়িত্বসমূহ পালন না করি, বয়'আতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হই, তাহলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে ধৃত হওয়ার যোগ্য হবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি কৃপা করুন আর আমাদেরকে তাঁর সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের প্রতি তাঁর স্নেহের দৃষ্টি থাকে।

আমি এখানে মসজিদ 'নসর'-এর নির্মাণ এবং নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হওয়া সংক্রান্ত কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। মোট জমির আয়তন হচ্ছে, নয় হাজার পাঁচশত তেষট্টি বর্গমিটার আর মসজিদের প্লটের আয়তন হচ্ছে সাত হাজার সাতশত ঊনষাট বর্গমিটার। পুরুষদের জন্য নির্ধারিত নামাযের স্থান হচ্ছে আটশত আশি বর্গমিটার বিশিষ্ট আর প্রায় চৌদ্দশত মুসল্লির এতে সংকুলান ব্যবস্থা আছে। গ্যালারীর আয়তন হলো দু'শত আটানব্বই বর্গমিটার, যেখানে আরো পাঁচশত ব্যক্তির নামায পড়ার মত স্থান রয়েছে। মহিলাদের নামায কক্ষে আটশত পঞ্চাশ জন নামাযীর সংকুলান রয়েছে। নীচে একটি হল নির্মাণ করা হয়েছে যা সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল আর তা দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত ছিল পরবর্তী নির্মাণের অপেক্ষায়। এতেও আটশত পঞ্চাশ জন নামাযীর ব্যবস্থা আছে। অনুরূপভাবে মিশন হাউজে মিশনারীর একটি বাসগৃহও আছে, এতে মাশাআল্লাহ্ তিনটি শয়ন কক্ষ, বৈঠকখানা, সমস্ত ঘরই সাজানো-গোছানো। অনুরূপভাবে মসজিদ বায়তুন্ 'নসর'-এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, সর্বসাকূল্যে এতে দু'হাজার দু'শত পঞ্চাশ জন মুসল্লি একত্রে নামায পড়তে পারবেন। একইভাবে নীচে যে হল রয়েছে এর ছাদ টেরেস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবহাওয়া যদি ভালো থাকে আর নামাযীর আধিক্য হয় তাহলে প্রায় আটশত থেকে এক হাজার মুসল্লি এখানেও নামায পড়তে পারবেন। মসজিদের মিনারের উচ্চতা হচ্ছে একুশ মিটার। গম্বুজের উচ্চতা পাঁচ মিটার। এখানে একটি লাইব্রেরীও আছে, কেন্দ্রীয় ও অঙ্গ-সংগঠন সমূহের অফিসও আছে। একইভাবে মসজিদে লাজনার বা মহিলাদের নির্ধারিত অংশে তাদের জন্য একটি পৃথক লাইব্রেরী এবং অফিসও রয়েছে, মাশাআল্লাহ্ অনেক বড় এবং প্রশস্ত পাকশালা আছে। দীর্ঘ সময় থেকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছিল না, কাউন্সিলের সাথে বুঝাপড়া চলছিল। এক দিকের সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে মতানৈক্য ছিল কিন্তু মানুষের সুবিধার্থে, জন-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেটি ফুটপাত সহ জামাত বানিয়ে দিয়েছে। মোটকথা যেভাবে আমি বলেছি, সর্বমোট একশত চার মিলিয়ন ক্রোনে (দশ কোটি চল্লিশ লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা) খরচ হয়েছে। অসলো বিমানবন্দর যাওয়ার পথে মূল সড়কের পার্শ্বে আমাদের মসজিদটি অবস্থিত। শহরে যাওয়া আসায় সময় এটি দেখা যায়, এর দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। এটি ই-সিক্স মটরওয়েতে অবস্থিত। এ সড়কটি দিয়ে প্রতিদিন আশি হাজার যানবাহন চলাচল করে। এখানে পাতাল রেল সার্ভিস এবং বাস সার্ভিসও রয়েছে। বলা যায় আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এই জায়গা দান করেছেন।

এখানকার আহমদীরা মোটের উপর এটি নির্মাণে যে উচ্ছাস ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন খোদা করুন একই আবেগ ও নিষ্ঠা যেন এর আবাদ করার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। করুন। এ মসজিদ অত্রাঞ্চলের মানুষের হৃদয় দুয়ার খোলার মাধ্যম হবে এ দোয়াই করি। মোটের ওপর স্থানীয়রা আনন্দিত কিন্তু যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এ অঞ্চলের মুসলমান বসতি— মোল্লাদের অন্যায় ও স্বেচ্ছাচারিতামূলক অপবাদের কারণে জামাতের বিরোধিতায় সীমাতিক্রম করছে। সেকারণে যেভাবে আমি বলেছি, এ মসজিদ নির্মাণের সময় এখানে ভাঙ্গচুরের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আমরা ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করে থাকি এবং করতে থাকব ইনশাআল্লাহ্। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাথে সম্পর্কের দাবীকারীদের (মুসলমানদের) জন্য দোয়া করে যাব। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সোজা পথের পানে পরিচালিত করুন এবং তাদেরকে সত্যপথের দিশা দিন। অমুসলমানরা এতে (মসজিদ নির্মাণে) আনন্দিত কিন্তু আমরা তখন আনন্দিত হব যখন তাদের হৃদয় ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে গ্রহণের জন্য উন্মোচিত হবে। কিন্তু এই বাণী প্রচার এবং বিস্তৃত করার জন্য আমাদেরকে পুর্ণোদ্যমে চেষ্টা করতে হবে, জগদ্বাসীকে জানাতে হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'যে স্থানে ইসলাম সম্বন্ধে মানুষের ধারণা নেই সেখানে একটি মসজিদ বানিয়ে দাও তোমাদের পরিচিতি আপনা-আপনি ছড়িয়ে পড়বে'**। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় এ মসজিদ প্রমাণ করছে যে, এদেশে আহমদীয়াতের পরিচিতি বাড়ছে। এ দেশের মানুষকে আমাদের জানাতে হবে, মসজিদ হল সেই স্থান— যেখানে এক অদ্বিতীয় খোদার উপাসনা করা হয় আর আল্লাহ্র খাঁটি উপাসনাকারী কখনোই তাঁর সৃষ্টির অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। কাজেই এ মসজিদ সহ আমাদের সকল মসজিদ সর্বদাই শান্তি, প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত করবে। এ মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্য সাধন করতঃ আমরা যেন তাক্বওয়া অর্জন করে আধ্যাতিক উন্নতি সাধন করতে পারি, নিজেদের হৃদয়ে খোদার ভালবাসা সৃষ্টি করে আত্মিক প্রশান্তি লাভ করতে পারি— আল্লাহ্র কাছে এই দোয়াই করি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেছেন, **'তোমরা পরস্পরকে যে পরিমান ভালবাসবে আল্লাহ্ তা'লাও ঠিক সে অনুপাতেই তোমাদের ভালবাসবেন'**।

দোয়া করি, আমরা যেন পরস্পরের ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রমশ উন্নতি করতে পারি। কেননা যতদিন আমরা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভালবাসার উচ্চমান অর্জন না করব ততদিন অন্যদের কাছে ভালবাসার সঠিক শিক্ষা পৌঁছাতে পারব না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই তৌফীক দান করুন।

এরপর একটি শোক সংবাদও রয়েছে, জুমুআর নামাযের পর আমি একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। আর এ জানাযাটি করাচীর জনাব হামিদ আহমদ বাট সাহেবের ছেলে জনাব সফীর আহমদ বাট সাহেবের। ইনি সিন্ধুর অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন। জনাব হামীদ আহমদ বাট সাহেবের পিতা হাফিয আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নিরাপত্তা প্রহরী এবং ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। সফীর আহমদ বাট সাহেব

হাফিয আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের নাতি ছিলেন। আর তাঁর পিতা ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। তাঁর পিতা হামীদ আহমদ বাট সাহেব বশীরাবাদে তা'লীমুল ইসলাম স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ২৫ সেপ্টেম্বর অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারীরা জনাব সফীর আহমদ বাট সাহেবের উপর গুলি ছুড়ে যার ফলশ্রুতিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিনি পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর ছিলেন। অত্যন্ত বীর এবং সাহসী পুলিশ হিসেবে গণ্য হতেন। একটি ফোন কল পেয়ে তিনি মটর সাইকেল যোগে রওনা হন, পথিমধ্যে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করা হয়। এক বছর থেকে তাঁকে পুলিশের স্পেশাল ডিউটিতে সন্ত্রাস দমন এবং মাদকদ্রব্য বাজারজাত কারীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযানে ব্যবহার করা হচ্ছিল। তিনি যথেষ্ট সফলতা লাভ করেছিলেন। মনে হচ্ছে, বাহ্যত এ কারণেই তাকে শহীদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

একজন আহমদী— আহমদীয়াতের কারণে বা ধর্মের কারণেও পাকিস্তানে শহীদ হয় আর যে সর্বব্যাপি আইনহীনতা বিরাজ করছে সে কারণেও আহমদীদের জীবন হুমকির সম্মুখীন। এছাড়া সরকারী বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত যে সব আহমদী দেশের উন্নতিকল্পে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তারাও দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন। এরপরও এই অভিযোগ করা হয়, আহমদীরা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নন। যখনই কোন বিশেষ স্থানে নির্ভীক, সাহসী ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়— আহমদীদেরকে সেখানেই নিযুক্তি দেয়া হয়।

যখন এরা (আহমদীরা) দেশের জন্য নিহত হন তখন পুলিশ তাদেরকে অনেক সম্মান প্রদান করে এবং নিজেদের নিয়ম অনুযায়ী জানাযা ইত্যাদি পড়ে। তিনি (সফীর আহমদ বাট) মূসীও ছিলেন। রাবওয়ায় তিনি সমাহিত হন। কিন্তু মৌলভী ও নামধারী মোল্লারা এ অভিযোগই আরোপ করে যে, আহমদীরা দেশের প্রতি বিশ্বস্ত নয় অথচ সত্যিকার বিশ্বস্ততার প্রমাণ কেবলমাত্র আহমদীরাই দিয়ে থাকেন। যাহোক, আমাদের যে দায়িত্ব তা আমাদের পালন করে যেতে হবে। আল্লাহ্ তাদেরকেও বিবেক বুদ্ধি দান করুন। তিনি মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাঁর ছেলে-মেয়ে রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর স্ত্রী সন্তানদেরকেও ধৈর্য ও দৃঢ়তা দান করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)